১২

ফরাসি বিপ্লবের সূচনা ও পরবর্তী ঘটনা প্রবাহ

এর আগের ইউনিটের পাঠগুলোতে যে সব কারণে ফ্রান্সে একটি বিপ্লবের ক্ষেত্র প্রস্তুত হচ্ছিল তা বর্ণনা করা হয়েছে। এ ইউনিটে বিপ্লবের সূত্রপাত, গ্রামে বিপ্লবের বিস্তার, জাতীয় সংবিধান সভা কর্তৃক জীবনের সর্বক্ষেত্রে ব্যাপক সংস্কার প্রবর্তন, অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক ক্ষেত্রে এসব সংস্কার সম্পর্কে প্রতিক্রিয়া, সন্ত্রাসের শাসন প্রভৃতি বিষয় আলোচিত হয়েছে। আগেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, ফরাসি বিপ্লবের অর্জনগুলো ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু স্বাভাবিক কারণেই এসব অর্জন সবাই মেনে নেয় নি। প্রকৃতপক্ষে বিপ্লবের ফলে যারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল তারা গির্জা সম্পর্কে গৃহীত পদক্ষেপসমূহ এবং নতুন রাজনৈতিক ও সামাজিক ব্যবস্থার বিরোধিতা করতে থাকে। ইউরোপের অন্যান্য দেশের শাসকগোষ্ঠীও এদের সংগে যোগ দেয় এবং বিপ্লবী সরকারের পতন ঘটাতে বদ্ধপরিকর হয়। এ অবস্থার মোকাবেলা ও অন্যান্য প্রশ্নে বিপ্লবীদের মধ্যে তীব্র মতবিরোধ দেখা দেয় এবং একটি অংশ বিদ্রোহ ঘোষণা করে। অভ্যন্তরীণও বৈদেশিক শত্রুদের মোকাবেলার জন্যে তখনকার ক্ষমতাসীন জেকোবিন দল সন্ত্রাসের শাসন প্রতিষ্ঠা করে। সন্ত্রাসের শাসন প্রায় এক বছর স্থায়ী হয়। এ সময়ে পাঁচ লক্ষাধিক ব্যক্তিকে বন্দী করা হয় এবং হাজার হাজার বন্দীকে প্রাণদন্ড দেয়া হয়। বিপ্লবী যুগের ইতিহাসে সন্ত্রাসের শাসন ছিল সবচেয়ে চাঞ্চল্যকর অধ্যায়।

এ ইউনিটের পাঠগুলো হচ্ছে-

- *পাঠ-১: বাস্তিল দুর্গের পতন: শহর ও গ্রামাঞ্চলে বিপ্লবের বিস্তার;*
- *পাঠ-২: সংবিধান সভা ও চার্চের পুনর্গঠন;*
- *পাঠ-৩: জিরন্দিন ও জেকবিন দল;*
- *পাঠ-৪: সন্ত্রাসের শাসন;*

পাঠ - ১

বাস্তিল দুর্গের পতন: শহর ও গ্রামাঞ্চলে বিপ্লবের বিস্তার

এই পাঠ শেষে আপনি–

- কীভাবে ফরাসি বিপ্লব আরম্ভ হয় তা বর্ণনা করতে পারবেন
- শহর ও গ্রামাঞ্চলে বিপ্লবের বিস্তার সম্পর্কে ধারণা করতে পারবেন
- বিপ্লবের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র ও এসব ষড়যন্ত্র কীভাবে ব্যর্থ করে দেয়া হয় সে সম্পর্কে জানতে পারবেন।

১৭৭৪ সালে বুরবোঁ বংশীয় শেষ রাজা ষোড়শ লুই সিংহাসনে বসেন। যদিও তিনি তত্ত্বগতভাবে স্বেচ্ছাচারী ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন, প্রকৃতপক্ষে তিনি ছিলেন অত্যন্ত দুর্বল, ভোজন-বিলাসী এবং স্ত্রী মারিয়া আঁতোয়ার প্রভাবাধীন। অথচ এতোদিনে দেশে এমন একটি পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছিল যে, যে কোনো ঘটনাকে কেন্দ্র করে বিপ্লব ঘটতে পারে। অর্থাৎ পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে রাজতন্ত্রকে রক্ষার জন্যে যেখানে একজন শক্তিশালী শাসকের প্রয়োজন ছিল ফ্রান্সের সিংহাসনে তখন বসেন একজন দুর্বল রাজা।

সংস্কারের প্রচেষ্টা

ষোড়শ লুই যখন ক্ষমতায় আসেন তখন রাজকোষ ছিল প্রায় শূন্য। প্রসঙ্গক্রমে স্মরণ করা যেতে পারে যে, অভিজাত শ্রেণী ও যাজক সম্প্রদায় ট্যাক্স পরিশোধের দায়িত্ব থেকে কোনো কোনো ক্ষেত্রে আংশিক এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে পূর্ণ অব্যাহতি ভোগ করে আসছিল। অথচ প্রশাসনিক ও রাজসভার ব্যয় বেড়েই চলেছিল। এ অবস্থায় ফ্রান্স আমেরিকার স্বাধীনতা যুদ্ধে যোগ দেয় এবং ফলে অর্থ সংকট আরও তীব্র হয়ে ওঠে। এ সমস্যা সমাধানের জন্যে নব নিযুক্ত অর্থমন্ত্রী টুর্গো প্রস্তাব করেন যে অভিজাত শ্রেণীর উপর তাদের আয়ের অনুপাতে কর ধার্য করা উচিত। অর্থাৎ কর আদায় থেকে এতোদিন তারা যে আংশিক ও পূর্ণ অব্যাহতি লাভ করে আসছিল তার অবসান হওয়া উচিত। পাশাপাশি টুর্গো ব্যবসায়ীদের বিরুদ্ধে কিছু ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। এতে অভিজাত ও ব্যবসায়ী শ্রেণী তাঁর উপর অসন্তুষ্ট হন এবং তাদের চাপে রাজা টুর্গোকে পদচ্যুত করেন। এরপর নেকার অর্থমন্ত্রী নিযুক্ত হন। কিন্তু খুব শীঘ্র অভিজাত শ্রেণী তার বিরুদ্ধে ও ষড়যন্ত্র করেন, কেননা টুর্গোর ন্যায় তিনিও প্রস্তাব করেন যে অভিজাতদের উপর কর ধার্য করা উচিত। অভিজাতদের চাপে নেকারকেও পদচ্যুত করা হয়।

গণ্যমান্য ব্যক্তিদের সভা

অত:পর ক্যালোন অর্থমন্ত্রী নিযুক্ত হন। তিনিও অভিজাত ও যাজকদের উপর কর ধার্যের প্রয়োজন উপলব্ধি করেন, কিন্তু প্যারিসের পার্লমঁ (Parlement of Paris) যে তাঁর প্রস্তাবের বিরোধিতা করবে তা স্বভাবতই তাঁর অজানা ছিল না। কেননা পার্লমঁ ছিল অভিজাত সম্পদায়ের সদস্যদেরকে নিয়ে গঠিত। অতএব পার্লমঁ যাতে তাঁর পরিকল্পনার বিরোধিতা না করে সে জন্যে তিনি দেশের গণ্যমান্য

ব্যক্তিদের সভা ডেকে তাদের সমর্থন আদায়ের চেষ্টা করেন। উচ্চ পদস্থ যাজক, সামন্ত প্রভু, প্রাদেশিক পার্লমঁর সদস্য, পৌরসভার সদস্যরাও আমন্ত্রিত হন। এসভা Assembly of Notables নামে পরিচিত। ১৭৮৭ সালে প্যারিসে অনুষ্ঠিত এ সভা মত প্রকাশ করে যে, নতুন করে কর ধার্যের প্রশ্নে সিদ্ধান্ত নেয়ার অধিকার তাদের নেই, এ অধিকার রয়েছে একমাত্র ষ্টেটস জেনারেলের। নিরূপায় হয়ে ষোড়শ লুই গণ্যমান্য ব্যক্তিদের সভা ভেংগে দেন এবং ক্যালোনের পরিবর্তে ব্রিয়াঁকে (Brienne) অর্থমন্ত্রী নিয়োগ করেন। এভাবে রাজা আবার অভিজাতদের চাপের মুখে নতি স্বীকার করেন।

স্টেটস জেনারেল

রাজা জানতেন যে ষ্টেটস জেনারেলের বা প্রতিনিধি সভার অধিবেশন ডাকলেই তাঁর অর্থাভাব দূর হবে না। কেননা ষ্টেটস জেনারেল বা প্রতিনিধি সভাতেও অভিজাত ও যাজক সম্প্রদায় তাদের ওপর কর ধার্যের প্রস্তাব নাকচ করে দেবে। এ প্রসংগে প্রতিনিধি সভার গঠন প্রণালী ও এতে ভোটদান পদ্ধতি সম্পর্কে একটু ধারণা রাখা শ্রেয় হবে। **প্রথমত,** মোট জনসংখ্যার এক সামান্য অংশ হলেও প্রতিনিধি সভায় অভিজাত ও যাজক সম্প্রদায়ের সদস্য সংখ্যা বেশি ছিল। এটির অধিবেশ অবশ্য ১৬১৪ সালের পর থেকে বসা হয় নি। **দ্বিতীয়ত,** তিনটি সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিগণ আলাদাভাবে অধিবেশনে বসতো এবং প্রত্যেক প্রতিনিধির একটি করে ভোট (Vote by head) দেয়ার অধিকার ছিল না। প্রত্যেক সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিদের সবাইকে মিলে একটি ভোট (Vote by order) দেয়ার নিয়ম প্রচলিত ছিল। অর্থাৎ অধিকারপ্রাপ্ত অভিজাত ও যাজকদের দুটো ভোট এবং তৃতীয় সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিদের মাত্র একটি ভোট ছিল। এমতাবস্থায় ষ্টেটস জেনারেলের মাধ্যমে যাজক ও অভিজাতদের ওপর কর ধার্যের সম্ভাবনা ছিল না।

অভিজাতদের বিদ্রোহ

অতএব, নতুন মন্ত্রী ব্রিয়াঁ রাজার নির্দেশে কর ধার্যের প্রস্তাব প্যারিস পার্লমঁর অনুমোদনের জন্যে পাঠান। পার্লমঁ এ প্রস্তাবকে বেআইনি বলে ঘোষণা দেয় এবং বেআইনি প্রস্তাব পেশ করার জন্যে ব্রিয়াঁর বিচারের আয়োজন করে। এ অবস্থায় ব্রিয়াঁ দেশত্যাগ করেন। এদিকে সর্বসাধারণের নিকট জনপ্রিয়তা লাভের জন্যে প্যারিসের পার্লমঁ রাজার নিকট কয়েকটি মৌলিক আইন (Fundamental Laws) প্রবর্তনের দাবি জানায়। মৌলিক আইনের প্রস্তাবে বিনা বিচারে গ্রেফতার ও কারাদন্ড রদ করা এবং রাজার স্বৈর ক্ষমতা হ্রাস করার প্রস্তাব করা হয়। এর উত্তরে রাজা পার্লমঁকে প্যারিস শহর থেকে নির্বাসিত করেন। এর ফলে অভিজাতদের প্যারিস নগরীতে ও প্রাদেশিক শহরগুলোতে দাঙ্গা-হাঙ্গামা আরম্ভ হয়। তৃতীয় সম্প্রদায়ের অনেকেই এ প্রতিবাদে সমর্থন দেয়। নিরুপায় হয়েরাজা নির্বাসনের আদেশ প্রত্যাহার করেন। ফলে অভিজাতদের এ বিদ্রোহের ফলে নতুন করে রাজকীয় স্বৈরতন্ত্রের দুর্বলতা ধরা পড়ে। **দ্বিতীয়ত,** অভিজাত শ্রেণীতাদের বিশেষঅধিকার রক্ষার জন্যে যে জেদ দেখায় তার ফলেবুর্জোয়া শ্রেণী বুঝতে পারে যে, সামাজিক বৈষম্য দূর করার একমাত্র পথ বিপ্লব।

ইতোমধ্যে ষ্টেটস জেনারেলের অধিবেশন ডাকার দাবি জোরদার হয়ে উঠেছিল, কেননা মধ্যবিত্ত শ্রেণীও এ দাবির পেছনে সমর্থন দেয়। অপরদিকে অর্থাভাবে রাজাও দেউলিয়া হয়ে পড়েছিলেন। ব্যাংকারগণ ঋণ দিতে আগ্রহী ছিল না এবং রাজার পক্ষে দৈনন্দিন ব্যয় বহন করাও কষ্টসাধ্য হয়ে

উঠেছিল। নিরূপায় হয়ে ষোড়শ লুই ঘোষণা করেন যে পরের বছর (১৭৮৯) মে মাসে প্রতিনিধি পরিষদের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। এ ঘোষণার সংগে সংগে মধ্যবিত্ত শ্রেণী দাবি করে যে (ক) যাজক ও অভিজাত সম্প্রদায় থেকে যত প্রতিনিধি নির্বাচিত হবে তৃতীয় সম্প্রদায় থেকে তার সমান সংখ্যক প্রতিনিধি নির্বাচনের সুযোগ দিতে হবে এবং (খ) প্রত্যেক সদস্যকে একটি ভোট দেয়ার অধিকার দিতে হবে। এ দুটো দাবি ছিল পরস্পরের সংগে সম্পর্কযুক্ত, কিন্তু রাজা প্রথম দাবিটি মেনে নিয়ে ভাবলেন সমস্যার সমাধান হয়েছে।

স্টেটস জেনারেলের নির্বাচন

পরের বছর যথারীতি নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় এবং পুরানা নিয়ম অনুসারে ভোটারগণ নিজ নিজ এলাকার পক্ষ থেকে দাবিনামা তৈরি করে। এগুলো কেহিয়ার নামে পরিচিত। স্টেটস জেনারেলের ১২১৪ সদস্যের মধ্যে তৃতীয় সম্প্রদায়ের প্রতিনিধির সংখ্যা ছিল ৬২১ জন। এদের মধ্যে আইনজীবীদের সংখ্যা ছিল শতকরা ২৫ ভাগ।বাকিরা ছিলেন চাকুরিজীবী, শিল্পপতি, ব্যবসায়ী ও কৃষকদের প্রতিনিধি। এছাড়া অভিজাত ও যাজকদের কয়েকজন স্বেচ্ছায় এ দল থেকে নির্বাচিত হন। তৃতীয় সম্প্রদায় থেকে নির্বাচিত প্রতিনিধিগণ ন্যাশনাল পার্টি নামে একটি দল গঠন করেন। এ দলের নেতৃত্বে দেন এ্যাবে সিয়েস, মুনীয়ে এবং মিরাবো। প্রথমেই এ দল দাবি করে যে তিন সম্প্রদায় থেকে নির্বাচিত প্রতিনিধিদেরকে একই সংগে অধিবেশনে বসার ব্যবস্থা করতে হবে এবং মাথা পিছু একটি ভোটের ভিত্তিতে প্রতিনিধি সভার কার্য পরিচালনা করতে হবে। যাজক ও অভিজাত সম্প্রদায় স্বভাবতই এ দাবির বিরোধিতা করে এবং রাজা তাদের পক্ষ সমর্থন করেন।

বিপ্লবের সূত্রপাত

এভাবে ভোটদান পদ্ধতি এবং এক সংগে অধিবেশনে বসার প্রশ্নে বিরোধ দেখা দেয়। এ অবস্থায় সিয়েসের পরামর্শক্রমে ১৭৮৯ সালের ১৭ জুন তারিখে সিদ্ধান্ত হয় যে শেষবারের মত যাজক ও অভিজাতদের প্রতিনিধিদেরকে তৃতীয় সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিদের সংগে মিলিতভাবে কাজ করার আহ্বান জানানো হবে। কিন্তু তারা এ আহ্বানে সাড়া দিল না। ফলে ১৭ জুন তারিখে তৃতীয় সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিগণ এ মর্মে ঘোষণা দেয় যে তারা নিজেদেরকে নিয়ে জাতীয় সভা গঠন করেছে। রাজা এ ঘোষণা নাকচ করার প্রস্তুতি নেন এবং তৃতীয় সম্প্রদায়ের সভা কক্ষ বন্ধ করে দেন। ২০শে জুন এ সম্প্রদায়ের সদস্যরা সভাকক্ষে ঢুকতে না পেরে নিকটস্থ টেনিস কোর্টে সমবেত হয় এবং একটি শপথ গ্রহণ করে। শপথ বাক্যটি ছিল: যতদিন পর্যন্ত দেশের জন্যে একটি নতুন সংবিধান রচনার কাজ শেষ না হবে ততদিন এ জাতীয় সভার অধিবেশন অব্যাহত থাকবে। এ শপথ টেনিস কোর্টের শপথনামা (Tennis Court Oath) নামে পরিচিত। এ সময় থেকেই ফরাসি বিপ্লবের সূত্রপাত হয়েছিল বলে ধরে নেয়া হয়। শেষ পর্যন্ত নিরূপায় হয়ে ষোড়শ লুই তৃতীয় সম্প্রদায়ের দাবি মেনে নেন এবং সকল সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিদেরকে একই সভায় মিলিত হওয়ার আদেশ জারি করেন। এভাবে পরিস্থিতির নিয়ন্ত্রণ বুর্জোয়া শ্রেণীর হাতে চলে যায়।

বাস্তিলের পতন

জাতীয় সভায় যখন মধ্যবিত্ত শ্রেণী অধিকার আদায়ের সংগ্রামে লিপ্ত তখন প্যারিস নগরীর অধিবাসিদের মধ্যেও এক বিপ্লবী চেতনা জেগে উঠেছিল। সে বছর কৃষিক্ষেত্রে অজন্মার ফলে খাদ্য মূল্য অস্বাভাবিকভাবে বেড়ে যায় এবং গ্রাম থেকে অনেক লোক প্যারিস শহরে চলে আসে। ইতোমধ্যে খবর ছড়িয়ে পড়ে যে জাতীয় সভাকে ভেংগে দেয়ার জন্যে রাজা প্যারিসের উপকণ্ঠে সৈন্য মোতায়েন করেছেন। একই সংগে রাজা দ্বিতীয়বারের মতো নিযুক্ত জনপ্রিয় অর্থমন্ত্রী নেকারকে পদচ্যুত করেছেন বলে খবর আসে। এসব ঘটনায় প্যারিসের জনতা উদ্বেল হয়ে উঠে। তারা রাস্তায় ব্যারিকেড তৈরি করে, শহরের আশে পাশে ৪০টি শুল্ক মাটি জ্বালিয়ে দেয়, দোকান থেকে গোলা বারুদ লুণ্ঠন করে, দাঙ্গা-হাঙ্গামা শুরু করে, প্যারিসে নতুন পৌর প্রশাসন (কমিউন) প্রতিষ্ঠা করে এবং শান্তি ও সম্পত্তি রক্ষার জন্যে জাতীয় রক্ষিবাহিনী (National Guard) গঠিত হয়। এ সময়ের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ঘটনা ১৪ই জুলাই তারিখে সশস্ত্র জনতার হাতে বাস্তিল জেলখানার পতন ঘটে। এ ঘটনার পর রাজা জাতীয় সভায় যান এবং সৈন্য প্রত্যাহারের কথা ঘোষণা করেন। এভাবে বিপ্লবের বিরুদ্ধে রাজা যে চক্রান্ত করেছিলেন তা ব্যর্থহয়। আগেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, রাজবন্দিদেরকে বাস্তিল দুর্গে রাখা হতো এবং এজন্যে বাস্তিল দুর্গ ছিল জনগণের দৃষ্টিতে স্বেচ্ছাচারী রাজতন্ত্রের প্রতীক। অতএব, ঘটনাটি গুরুত্বপূর্ণ। এ গুরুত্বের স্বীকৃতিস্বরূপ ১৪ জুলাই ফ্রান্সের জাতীয় দিবস হিসেবে পালিত হয়ে আসছে।

গ্রামাঞ্চলে বিপ্লবের বিস্তার

বৈপ্লবিক কর্মকান্ড প্যারিস শহরেই সীমাবদ্ধ থাকলো না, প্রাদেশিক শহরগুলোতে এমনকি গ্রামাঞ্চলেও বিপ্লব ছড়িয়ে পড়ে। সামন্তপ্রভুদের ঘরবাড়ি আক্রান্ত হয়, কোনো কোনো ক্ষেত্রে তা পুড়িয়ে দেয়া হয়, নায়েবরা লাঞ্ছিত হয় এবং অভিজাতদের নিকট রক্ষিত কৃষকদের ঋণের দলিল পুড়িয়ে ফেলা হয়। এ ছাড়া জমির এনক্লোজার বা বেড়াগুলি ভেংগে দেয়া হয়। পশুচারণ ভূমি দখল করা হয় এবং গির্জা কর্তৃক আদায়কৃত টাইথ এবং সামন্তপ্রভুদের কর দেয়া বন্ধ করে দেয়া হয়। এভাবে ফ্রান্সের গ্রামাঞ্চলে সামন্তপ্রথা সম্পূর্ণ রূপে ভেংগে পড়ে। সংগে সংগে রাজকীয় প্রশাসন অচল হয়ে যায়। কৃষক সমাজ সরকারি কর দেয়া বন্ধ করে দেয় এবং ফলে সরকারের আর্থিক সংকট আরও তীব্র হয়। শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণীর একাংশ যারা গ্রামে বসবাস করতো তারা সামন্তপ্রথার অবসানের জন্যেকৃষকদের নেতৃত্ব দেয়। ইতিমধ্যে এ মর্মে একটি গুজব ছড়িয়ে পড়ে যে, শহর থেকে অভিজাতরা ভাড়াটে সেনা পাঠিয়ে গ্রামের শস্যক্ষেতগুলো পুড়িয়ে দিচ্ছে। ঐতিহাসিক লেফেভরের মতে, "এর ফলে মহা আতঙ্ক দেখা দেয়।" আতঙ্ক পরিণত হয়ক্রোধে, ক্রোধ পরিণত হয় প্রতিজ্ঞায়। কোনো কোনো ঐতিহাসিক মত প্রকাশ করেছেন যে, গ্রামাঞ্চলে বিপ্লব স্বত:স্ফূর্ত ছিল না, প্যারিসের বিদ্রোহের খবর পেয়ে কৃষক সমাজ বিপ্লবের পথে পা বাড়ায়। অনেকে এ মতের বিরোধিতা করেছেন। এ দুটো বক্তব্যের কোনটি ঠিক বলা কঠিন। কিন্তু কৃষক বিদ্রোহ যে ফরাসি বিপ্লবের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ সে বিষয়ে সন্দেহ নেই।

রাজাকে প্যারিসে আনয়ন

এরপর রাজার সংগে কয়েকটি প্রশ্নে জাতীয় সভার মতানৈক্য হয় এবং রাজা আবার বিপ্লবের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হন। রাজা ফ্ল্যান্ডার্স থেকে রাজভক্ত সৈন্যদের ভার্সাই নগরীতে ডেকে আনেন। এ খবর প্যারিসে ছড়িয়ে পড়লে জনতা উত্তেজিত হয়ে ওঠে। তাদের আশংকা হলো রাজা

সেনাদলের সাহায্যে সংবিধান সভা ভেংগে দেবেন। প্রসংগক্রমে উল্লেখ্য যে, এ সময়ে প্যারিসে দারুন খাদ্য সংকট দেখা দিয়েছিল এবং রুটির দাম অস্বাভাবিকভাবে বেড়ে গিয়েছিল। এ অবস্থায় কয়েকজন বিপ্লবী নেতা এবং একটি সংবাদপত্র ভাসমান জনতাকে (সাঁ-কুলোৎ) এ মর্মে উপদেশ দেয় যে রাজাকে ভার্সাই প্রাসাদ থেকে প্যারিসে আসতে বাধ্য করতে পারলে খাদ্য সমস্যার সমাধান হবে। সে মতে কয়েক হাজার মহিলা (এবং মহিলা বেশে কিছু সংখ্যক পুরুষ মানুষ) ১৭৮৯ সালের ৫ অক্টোবর "রুটি চাই" শ্লোগান দিয়ে ভার্সাই নগরীর দিকে যাত্রা করে। এ নারী বাহিনী রাজা, রানী এবং তাদের বালক পুত্রকে তাদের সংগে প্যারিসে আসতে বাধ্য করে। রাজ পরিবারকে একটি ঘোড়ার গাড়িতে বসিয়ে প্যারিসে আনার সময় জনতা ধ্বনি দেয়, "আমরা রুটিওয়ালা, রুটিওয়ালার স্ত্রী এবং তাদের বালক পুত্রকে পেয়েছি। এবার আমরা রুটি পাবো।" ঐতিহাসিক রাইকারের মতে এ ঘটনা ছিল "ফরাসি রাজতন্ত্রের শবযাত্রার প্রতীক।" অতপর রাজা বিপ্লবী নেতাদের নিয়ন্ত্রণে থাকতে বাধ্য হন। জাতীয় পরিষদও প্যারিসে স্থানান্তরিত হয় এবং জনতার দ্বারা প্রভাবিত হয়। এভাবে বিপ্লবের প্রথম অধ্যায় শেষ হয়।

সারসংক্ষেপ

১৭৭৪ সালে বুরবোঁ রাজবংশের শেষ রাজা ষোড়শ লুই ফ্রান্সের সিংহাসনে বসেন। তাঁর শাসন আমলে ১৭৮৯ সালের জুন মাসে বিপ্লবের সূত্রপাত হয় ষ্টেটস জেনারেলের অধিবেশন আহ্বানের মাধ্যমে। এর আগে ষ্টেটস জেনারেলের অধিবেশন বসেছিল ১৬১৪ সালে। রাজা এ সংগঠনের অধিবেশন ডেকেছিলেন এ জন্যে যে রাজকোষ ছিল প্রায় শূন্য। এ অবস্থায় সবাই মত প্রকাশ করে যে নতুন ট্যাক্স ধার্য করতে হলে ষ্টেটস জেনারেলের অনুমোদনের প্রয়োজন হবে। রাজা বিপ্লবকে মেনে নিতে চাননি, তাই তিনি বিপ্লবী সরকারের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হন। কিন্তু প্যারিসের ভাসমান জনতা বিপ্লবকে রক্ষায় এগিয়ে আসে। বিপ্লবী জনতা বাস্তিল দুর্গের পতন ঘটায় এবং রাজাকে ভার্সাই প্রাসাদ ত্যাগ করে প্যারিসে আসতে বাধ্য করে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

ক. নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশ্বে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১। টুর্গোর পর কে অর্থমন্ত্রী নিযুক্ত হন?

(ক) ক্যালোন (খ) নেকার

(গ) ব্রিয়াঁ (ঘ) এদের কেউ নন।

২। Assambly of Notables -এর সভা কত সালে অনুষ্ঠিত হয়?

(ক) ১৭৮৫ (খ) ১৭৮৬

(গ) ১৭৮৯ (ঘ) ১৭৮৮

৩। কত তারিখে বাস্তিল দুর্গের পতন হয়?

(ক) ১৭ জুন, ১৭৮৯ (খ) ২০ জুন, ১৭৮৯

(গ) ১০ জুলাই, ১৭৮৯ (ঘ) ১৪ জুলাই, ১৭৮৯

৪। কেজিয়ার কি ছিল?

(ক) একটি সংবাদ পত্র (খ) একটি রাজনৈতিক দল

(গ) গেটারদের দাবি নামা (ঘ) একজন রাজনীতিবিদ

খ. সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১। টেনিস কোর্ট শপথের পটভূমি আলোচনা করুন।

২। গ্রামঞ্চলে কীভাবে বিপ্লব বিস্তার লাভ করে ছিল?

গ. রচনামূলক প্রশ্ন

১। যে ঘটনার পটভূমিতে ফরাসি বিপ্লবের সূত্রপাত হয় তাহা আলোচনা করুন।

২। প্যারিসের ভাসমান জনতা কীভাবে বিপ্লব-বিরোধী ষড়যন্ত্রকে ব্যর্থ করেছিল?

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্নের উত্তর

১। খ ২। গ ৩। ঘ ৪। গ

সহায়ক গ্রন্থাবলী

1. Robert Ergang, Europe From Renaissance to Waterloo
2. A Salvemini, The French Revolution, 1788-1792
3. G. Lefebvre, The Comming of the French Revolution.

পাঠ - ২

সংবিধান সভা ও চার্চের পুনর্গঠন

এই পাঠ পড়ে আপনি–

- জাতীয় সংবিধান সভার কার্যাবলি বর্ণনা করতে পারবেন।
- সংবিধান সভার কার্যাবলির মূল্যায়ন করতে পারবেন।

জাতীয় সভা দুই বছর কাল(১৭৮৯-৯১) স্থায়ী হয়েছিল। আগেই উল্লেখ করা হয়েছে, এ সভা দেশের জন্য একটি সংবিধান প্রণয়নের দায়িত্ব নিয়েছিল। এ কারণে জাতীয় সভা সংবিধান সভা নামেও পরিচিত। একটি শাসনতন্ত্র বা সংবিধান রচনার পাশাপাশি সংবিধান সভা দেশের সামাজিক, অর্থনৈতিক, প্রশাসনিক ও গির্জা সংগঠনে ব্যাপক ও বৈপ্লবিক সংস্কার প্রবর্তন করে এবং নাগরিকদের জন্য কতগুলো মৌলিক অধিকারের ঘোষণা দেয়। এসবের ফলে ফ্রান্সে পূর্বতন্ত্রের (Old Regime) অবসান ঘটে এবং নতুন আমলের (New Regime) সূত্রপাত হয়। নতুন আমলের প্রধান দুটো বৈশিষ্ট্য ছিল গণতন্ত্র ও সাম্য।

সামাজিক সংস্কার

সামাজিক ক্ষেত্রে সংবিধান সভা যে সব সংস্কার প্রবর্তন করে সেগুলো ছিল সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ এবং স্থায়ী। ১৭৮৯ সালের ৪ঠা আগষ্ট তারিখে জাতীয় সভার সদস্য সোলোসন গ্রামাঞ্চলের অরাজকতা সম্পর্কে জাতীয় সভার দৃষ্টি আকর্ষণ করলে রোবস্পিয়ার নামক অপর সদস্য প্রস্তাব করেন যে যাজক ও অভিজাতদের স্বেচ্ছায় তাদের সুযোগ-সুবিধাগুলো ত্যাগ করা উচিত। এর ফলে জাতীয় সভায় এক অভাবনীয় দৃশ্যের অবতারণা হয়, কেননা যাজক ও অভিজাত সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিগণ পরপর দাঁড়িয়ে বিশেষ সুযোগ-সুবিধা আর ভোগ করবে না বলে ঘোষণা দেয়। অতঃপর ১১ ই আগষ্ট সামন্তপ্রথা বিলোপ সাধন করে একটি আইন পাশ করা হয়। এ আইনে মঠ প্রথা, টাইদ আদায়ের অধিকার, উচ্চ রাজপদে নিয়োগের সুযোগ, বেগার প্রথা এবং সামন্তপ্রভুদের অপরাপর অনেক সুযোগ-সুবিধা বিলোপ করা হয়।

ঐতিহাসিক হ্যাম্পসন যথার্থই বলেছেন যে জাতীয় সভার এ আইনে অনেক ফাঁক ছিল। (ক) সামন্তপ্রথার অবসান ঘোষণা করা হলেও কতগুলো সুযোগ-সুবিধা বহাল থাকে, (খ) সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করায় অভিজাতদেরকে ক্ষতিপূরণ দেয়ার কথা বলা হয়, (গ) অভিজাতদের উপাধিগুলো বহাল থাকে, (ঘ) সামন্তপ্রভুরা যেসব জমি বিক্রি করেছিল সে সম্পর্কে কোনো ব্যবস্থা করা হয় নি। কিন্তু এ কথা সত্য যে সামন্তপ্রথা প্রায় সবটা লোপ পায় এবং এর ফলে সামাজিক ক্ষেত্রে সাম্য প্রতিষ্ঠিত হয়।

মৌলিক অধিকার ঘোষণা

সংবিধান সভায় অপর একটি গুরুত্বপূর্ণ অবদান ছিল 'ব্যক্তি ও নাগরিকের অধিকার ঘোষণা'(Declaration of the Rights of Man and of the Citizen). আমেরিকার স্বাধীনতা যুদ্ধের ঘোষণাপত্র এবং লক ও রুশোর দার্শনিক তত্ত্বের ওপর ভিত্তি করে এ ঘোষণাপত্র রচিত হয়েছিল।

এতে বলা হয় যে (ক) স্বাধীনতা মানুষের জন্মগত অধিকার এবং সকল মানুষের অধিকার সমান; (খ) আইন প্রণয়নের ক্ষমতা জনগণের হাতে ন্যস্ত; (গ) আইনের দৃষ্টিতে সব মানুষ সমান; (ঘ) আইনের সাহায্য ছাড়া কাউকে গ্রেপ্তার করা বা বিনা বিচারে আটক রাখা যাবে না; (ঙ) ব্যক্তি স্বাধীনতা, সম্পত্তি ভোগের স্বাধীনতা, জীবনও সম্পত্তির নিরাপত্তা, অন্যায় এবং অত্যাচারের বিরোধিতা করা প্রত্যেক মানুষের মৌলিক অধিকার; (চ) প্রত্যেক ব্যক্তির ধর্মীয় স্বাধীনতা এবং মত প্রকাশের স্বাধীনতা থাকবে; (ছ) যোগ্যতা অনুযায়ী সকল সরকারি চাকরিতে যোগদানের অধিকার সবার থাকবে এবং (ছ) করভার সবার ওপর ন্যায্যভাবে বণ্টিত হবে। এ ঘোষণাপত্র পরবর্তীকালে শাসনতন্ত্রে সংযোজিত হয়।

এ ঘোষণাপত্রেও কিছু ত্রুটি ছিল। যেমন, এতে জীবিকা ও কাজ করার অধিকার স্বীকৃতি পায় নি। অর্থাৎ ব্যক্তির রাজনৈতিক অধিকারের কথা বলা হলেও অর্থনৈতিক অধিকারের কথা অনুক্ত থাকে। কিন্তু 'এ ঘোষণাপত্র ছিল পুরাতনতন্ত্রের মৃত্যুর দলিল'। ইউরোপের অন্যান্য দেশেও ব্যক্তি ও নাগরিকের অধিকার সম্পর্কিত ঘোষণা বিরাট প্রভাব বিস্তার করেছিল। লেকেভরের মতে, 'ইউরোপের সর্বত্র এ ঘোষণাপত্রের মর্ম এক নবযুগের সূচনা করে।'

প্রশাসনিক সংস্কার

শাসনকার্যের সুবিধার জন্য দেশকে ৮৩ টি প্রদেশে (Department) ভাগ করা হয়। প্রদেশগুলোকে আবার ক্যান্টন ও ক্যান্টনকে কমিউনে ভাগ করা হয়। প্রতিটি স্তরে নির্বাচিত শাসনকর্তা নিয়োগের ব্যবস্থা করা হয়। প্রতি প্রদেশে একটি নির্বাচিত পরিষদ গঠনের ব্যবস্থা করা হয়। এভাবে পূর্বতন আমলের এক কেন্দ্রিক শাসন ব্যবস্থার পরিবর্তে সংবিধান সভা ক্ষমতার বিকেন্দ্রিকরণ নীতি গ্রহণ করে এবং স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন কায়েম করে। পরবর্তীকালে (অর্থাৎ 'ত্রাসের রাজত্বকালে') এ ব্যবস্থার ত্রুটি ধরা পড়ে।

বিচার ব্যবস্থার পুনর্গঠন

সংগে সংগে বিচার ব্যবস্থাও ঢেলে সাজানো হলো। ক্ষমতার বিভাজন নীতি অনুযায়ী বিচার বিভাগের উপর প্রশাসনিক বিভাগের কোনো নিয়ন্ত্রণ থাকলো না। দুটো জাতীয় আদালত প্রতিষ্ঠিত হলো: আপীল আদালত ও উচ্চ আদালত (হাইকোর্ট)। ফৌজদারী মামলায় নাগরিকদের মধ্য থেকে জুরি নিয়োগের ব্যবস্থা করা হয়। বিচারকদেরকে জনগণের ভোটে নির্বাচিত হওয়ার বিধান করা হয়। বিচারকদেরকে নিয়মিত বেতন দেয়ার ব্যবস্থা করা হয় এবং বিচার প্রার্থীদের নিকট থেকে ফি বা উৎকোচ গ্রহণ নিষিদ্ধ ঘোষিত হয়। আইনেরও সংস্কার করা হয়। শাস্তি হিসেবে অঙ্গচ্ছেদ ও দৈহিক নির্যাতন বন্ধ করা হয়। দেশের সর্বত্র একই ধরনের ওজন ও মাপ চালু করা হয় এবং আন্ত:প্রাদেশিক শুল্ক উঠিয়ে দেয়া হয়।

আর্থিক সংস্কার

সংবিধান সভাকে জরুরি ভিত্তিতে সরকারের আর্থিক সংকট দূর করার চেষ্টা করতে হয়। প্রসংগক্রমে উল্লেখ করা যায় যে, আর্থিক সংকটের জন্যেই ষোড়শ লুই ষ্টেটস জেনারেলের অধিবেশন ডাকতে বাধ্য হয়েছিলেন এবং এ অধিবেশন ডাকার ফলেই বিপ্লবের সূত্রপাত হয়েছিল। আর বিপ্লব শুরু হওয়ার ফলে আর্থিক সংকট তীব্র হয়েছিল, কেননা বিপ্লব শুরু হলে রাজস্ব আদায় অনেক কমে যায়। এ সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে প্রথমে জাতীয় সভা জনগণের কাছে আহ্বান জানায় দেশপ্রেমে অনুপ্রাণিত হয়ে সরকারকে আর্থিক সাহায্য বা Patriotic gift দিতে। কিন্তু এতে তেমন সাড়া পাওয়া গেল না। অত:পর Patriotic loan চেয়ে (অর্থাৎ দেশপ্রেমে অনুপ্রাণিত হয়ে ধার দেয়ার) আবেদন করা হয়। কিন্তু এতেও তেমন সাড়া পাওয়া গেল না। এমতাবস্থায় নিরুপায় হয়ে জাতীয় সভা গির্জার ভূ-সম্পত্তি জাতীয়করণ করে এবং এর মূল্যের ভিত্তিতে আসিঞিয়া (Assignat) নামক মুদ্রার প্রচলন করে। প্রায় এক বছর পর আসিঞ্জিয়া ব্যাংক নোটে পরিণত হয়।

গির্জার পুনর্গঠন

গির্জার ভূ-সম্পত্তি রাষ্ট্রীয়করণের ফলে ফ্রান্সের ক্যাথলিক গির্জাকে নতুনভাবে সংগঠিত করার প্রয়োজন দেখা দেয়। এ লক্ষ্যে একটি আইন পাশ করা হলো যা Civil Constitution of the Clergy বা লৌকিক যাজকীয় সংবিধান নামে পরিচিত। নতুন আইনে পোপের নিয়ন্ত্রণকে লোপ করে গির্জাকে জাতীয়করণ করা হয়। বিশপ ও অন্যান্য স্তরের ধর্মযাজকরা পোপ কর্তৃক নিযুক্ত না হয়ে জনগণের ভোটে নির্বাচিত হবে বলে বিধান করা হয়। যাজকদেরকে সরকারের কোষাগার থেকে নিয়মিত বেতন দেয়ার ব্যবস্থা করা হয়। এভাবে গির্জা সরকারের একটি দপ্তরে পরিণত হয়। খ্রিষ্টান ধর্মের সকল সম্প্রদায়কে স্বীকৃতি দেয়া হয়। সংবিধান সভা দেশের সকল যাজককে সিভিল কনস্টিটিউশনের প্রতি আনুগত্যের শপথ নিতে আদেশ দেয়। শপথ নিতে অস্বীকার করলে যাজকদের পদচ্যুতি ঘটবে বলে আইনে বলা হয়। মাত্র সাত জন বিশপ আনুগত্যের শপথ নেন। গ্রাম্য যাজকদের অর্ধেকের বেশি শপথ নেয় নি। পোপ যাজকীয় সংবিধানের নিন্দা করেন। এভাবে ধর্মীয় বিভেদ ফ্রান্সকে দ্বিধা বিভক্ত করে এবং এ বিভক্তি রাজনৈতিক সংঘাতকে তীব্রতর করতে সাহায্য করে। যাজকীয় সংবিধানের পরিণতি যে কতটা ভয়াবহ হয়েছিল তা পরবর্তী পর্যায়ের আলোচনায় প্রমাণিত হবে।

শাসনতন্ত্র প্রণয়ন

নতুন সংবিধান রচিত হয়েছিল মঁতেসকিয়োর ক্ষমতা বিভাজন তত্ত্বের ভিত্তিতে এবং এতে ফ্রান্সে নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়। রাজার স্বেচ্ছাচারী ক্ষমতার অবসান করে তাঁকে কেবলমাত্র কার্যনির্বাহী বিভাগ বা শাসন বিভাগের দায়িত্ব দেয়া হয় এবং সরকারের অপর দুটি অংগ অর্থাৎ আইন প্রণয়ন ও বিচার বিভাগকে তাঁর নিয়ন্ত্রন মুক্ত করা হয়। অর্থাৎ নতুন সংবিধান মোতাবেক রাজতন্ত্র টিকে থাকলেও অত:পর তার হাতে আর স্বেচ্ছাচারী ক্ষমতা থাকলো না। প্রধান কার্য নির্বাহক বা এক্সিকিউটিভ বিভাগের কর্তা হিসেবে রাজা তাঁর মন্ত্রী, সেনাপতি ও রাজদূত নিয়োগ করার অধিকার পান, কিন্তু সেনাদলের উপর তার অধিকার বিলোপ করা হয়। যুদ্ধ ঘোষণা এবং সন্ধি স্বাক্ষরের ক্ষমতাও তার আর থাকলো না। ক্ষমতা বিভাজন নীতি অনুসারে তাঁর আইন প্রণয়ন

ও বিচার করার ক্ষমতাও বিলুপ্ত হয়। রাজা যদি কোনো আইন অনুমোদনের অযোগ্য মনে করেন তবে Suspensive Veto বা সাময়িক নিষেধাজ্ঞা জারি করতে পারবেন, তবে একই আইন পরপর তিনবার পাশ করলে তা রাজার অনুমোদন ছাড়াই কার্যকর হবে বলে বিধান করা হয়। রাজার নিজস্ব ব্যয় নির্বাহের জন্য অর্থ নির্ধারণ করে দেয়া হয় এবং রাজার ভূ-সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হয়।

নতুন শাসনতন্ত্রে আইন সভা নামক এক-কক্ষ বিশিষ্ট আইন পরিষদের (Legislative Assembly) হাতে আইন প্রণয়নের সার্বিক ক্ষমতা ন্যস্ত করে। আইন পরিষদের সদস্য সংখ্যা হবে ৭৪৫ জন এবং তাদের কার্যকাল হবে দু'বছর। একবার কোনো ব্যক্তি সদস্য নির্বাচিত হলে দ্বিতীয় বারের মতো নির্বাচিত হওয়ার সুযোগ পাবে না। আরও নিয়ম করা হয় জাতীয় সংবিধান সভার কোনো সদস্য নতুন আইন সভার সদস্য হতে পারবে না। যে সব নাগরিক বছরে অন্তত তিন দিনের মজুরীর সমান অর্থ বা ৫২ লিভর সরকারকে প্রত্যক্ষ কর হিসেবে দেবে অর্থাৎ যারা সক্রিয় (Active) তারাই আইন সভার নির্বাচনে ভোট দেয়ার অধিকার পাবে। যারা এ পরিমাণ অর্থ কর হিসেবে দেয় না তারা ভোট দিতে পারবে না। অর্থাৎ তারা 'নিষ্ক্রিয়' (Inactive) নাগরিক হিসেবে বিবেচিত হবে।

নতুন সংবিধান অনেকদিক থেকে ত্রুটিপূর্ণ ছিল। এসব ত্রুটির মধ্যে দু'টির কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করতে হয়। **প্রথমত,** ক্ষমতা বিভাজন নীতির প্রতি বেশি আস্থা দেখানো হয়েছিল। রাজা ও তাঁর মন্ত্রীদের ওপর শাসন বিভাগের দায়িত্ব দেয়া হয়, অথচ তাঁদেরকে আইনের বা প্রচলিত আইনের সংশোধনের প্রস্তাব দেয়ার অধিকার দেয়া হলো না। এতে রাষ্ট্র চালনার ক্ষেত্রে অনেক অসুবিধা দেখা গেল। **দ্বিতীয়ত,** সংবিধানসভা সবার জন্যে সমান অধিকার নীতি ঘোষণা করলেও বাস্তবে তা পালন করতে ব্যর্থ হয়, কেননা অপেক্ষাকৃত দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে ভোটাধিকার থেকে বঞ্চিত করা হয়। সাম্যনীতির অন্যতম প্রবক্তা ছিলেন রুশো, কিন্তু রুশো এ সময় জীবিত থাকলে তিনিও ভোট দিতে পারতেন না।

উপসংহার

জাতীয় সংবিধান সভার কর্মকান্ডে কিছু ত্রুটি ছিল এবং এগুলো সংক্ষিপ্তভাবে যথাস্থানে উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু একথা অনস্বীকার্য যে মাত্র দু'বছরের মধ্যে আর কোনো সংগঠন জীবনের সর্বক্ষেত্রে এত ব্যাপক ও বৈপ্লবিক পরিবর্তন সূচনার দায়িত্ব পালন করে নি। পুরাতন রাজনৈতিক, সামাজিক, প্রশাসনিক ও বিচার ব্যবস্থা, গির্জার সংগঠন, কর প্রথা এবং মুদ্রা ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তনের মাধ্যমে সংবিধানসভা একটি নতুন যুগের সূত্রপাত করে। এ যুগে বুর্জোয়া শ্রেণীর প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হয়। বুর্জোয়া শ্রেণী বিপ্লবে নেতৃত্ব দিয়েছিল, অতএব সংবিধান সভার কর্মকান্ডে এ শ্রেণীর চিন্তা-চেতনা যে প্রাধান্য পাবে তা খুবই স্বাভাবিক। অবশ্য এ প্রাধান্য বেশিদিন স্থায়ী হয় নি।

সারসংক্ষেপ

সংবিধান সভার কার্যকাল ছিল দু'বছর (১৭৮৯-৯১)। এ সময়ে একটি শাসনতন্ত্র প্রণয়নের পাশাপাশি দেশের সামাজিক, অর্থনৈতিক, প্রশাসনিক ক্ষেত্রে ও গির্জা সংগঠনে জাতীয় সংবিধান সভা ব্যাপক ও বৈপ্লবিক পরিবর্তন সাধন করে। অভিজাত ও যাজকদের প্রায় সকল সুযোগ-সুবিধার অবসান, প্রশাসনিক ক্ষেত্রে বিকেন্দ্রীকরণ নীতি গ্রহণ, যাজকদের উপর রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা, স্বেচ্ছাচারী রাজতন্ত্রের পরিবর্তে গণতান্ত্রিক সরকার ব্যবস্থা প্রবর্তন জনগণের জন্যে কতগুলো মৌলিক অধিকার ঘোষণা প্রভৃতি ছিল জাতীয় সংবিধান সভার সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য কীর্তি। এসব সংস্কারে কিছু ত্রুটি ছিল। তবে একথা সহজে বলা যায় যে এগুলোর ফলে ফ্রান্সে পুরাতন যুগের (Olt Regime) অবসান এবং নতুন যুগের (New Regime) সূত্রপাত হয়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

ক. নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পার্শ্বে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১। সামন্ত প্রথা বিলোপ করে আইনটি কত তারিখে পাশ হয়?

(ক) ১১ আগষ্ট, ১৭৮৯ (খ) ১৭ আগষ্ট ১৭৮৯

(গ) ২০ সেপ্টেম্বর, ১৭৮৯ (ঘ) ৩০ অক্টোবর, ১৭৮৯

২। দেশকে কতটি প্রদেশে ভাগ করা হয়?

(ক) ৭৫ টি (খ) ৮০ টি

(গ) ৮৩ টি (ঘ) ৮৫ টি

৩। কত জন লৌকিক যাজকীয় সংবিধানের প্রতি আনুগত্যের শপথ নিয়েছিল?

(ক) ৩ জন (খ) ৭ জন

(গ) ১০ জন (ঘ) ১২ জন

৪। আইন সভার সদস্য সংখ্যা কত হবে বলে ঘোষণা করা হয়েছিল?

(ক) ৫৯০ জন (খ) ৭৪৫ জন

(গ) ৭৮০ জন (ঘ) ৮০৫ জন

খ. সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১. জাতীয় সংবিধান সভা ফরাসিবাসিদের জন্যে কি কি মৌলিক অধিকার ঘোষণা করে?

২. অর্থনৈতিক সংকট সমাধানের জন্যে জাতীয় সভা কি কি ব্যবস্থা গ্রহণ করে?

গ. রচনামূলক প্রশ্ন

১. সামাজিক ও প্রশাসনিকক্ষেত্রে জাতীয় সংবিধান সভার সংস্কারগুলো আলোচনা কর।

২. নতুন সংবিধানের প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলি কি ছিল?

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্নের উত্তর ঃ

১। ক ২। গ ৩। খ ৪। খ

সহায়ক গ্রন্থাবলী

1. G. Lefebvre, French Revolution, Vol-1
2. Robert Ergang, Europe From Renaissance to Waterloo
3. C.D.H. Hayes, Europe to 1870

পাঠ - ৩

জিরন্দিন ও জেকবিন দল

এই পাঠ পড়ে আপনি

- নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্র সম্পর্কে ফ্রান্সে বিভিন্ন গোষ্ঠীর প্রতিক্রিয়া বর্ণনা করতে পারবেন
- বিপ্লবের প্রতি ইউরোপীয় অন্যান্য দেশের প্রতিক্রিয়া জানতে পারবেন
- প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠার পটভূমি সম্পর্কে ধারণা করতে পারবেন

১৭৯১ সালের পহেলা সেপ্টেম্বর তারিখে ফ্রান্সে নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্রের শাসনকাল শুরু হয়। দেশের জনগোষ্ঠীর বৃহত্তর অংশ আশা করেছিল যে, নতুন যুগে মানুষের জীবনে শান্তি, নিরাপত্তা ও সমৃদ্ধি আসবে। কিন্তু দেশের রাজনৈতিক অবস্থা দ্রুত অশান্ত হয়ে উঠে, এক বছরের মধ্যে রাজতন্ত্রের অবসান হয় এবং ফ্রান্সকে একটি প্রজাতন্ত্র ঘোষণা করা হয়।

বিপ্লব সম্পর্কে দেশের বিভিন্ন গোষ্ঠী প্রতিক্রিয়া

স্বভাবতই ফ্রান্সের জনগোষ্ঠীর সবাই সংবিধান সভার কার্যাবলিতে সন্তুষ্ট ছিল না। প্রথমত, যাদের মনোভাব বিরূপ ছিল তাদের মধ্যে একটি অংশ ছিল প্রতিক্রিয়াশীল। এ দলে অন্তর্ভুক্ত ছিল বিপ্লবের ফলে যারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল তাদের সবাই–যাজক ও অভিজাত শ্রেণীর অধিকাংশ সদস্য, স্বয়ং রাজা ষোড়শ লুই, নব-নির্বাচিত আইন সভার কিছু সদস্য এবং কৃষক সমাজের একাংশ। দ্বিতীয়ত, বিপ্লবের শুরুতে যাজক ও অভিজাতদের একটি অংশ পার্শ্ববর্তী দেশসমূহে পালিয়ে যায় এবং রাজার ভাই কঁত দার্তোয়ার (Comte De Artois) এরা বিপ্লব বিরোধী চক্রান্ত ও প্রচার অভিযানে লিপ্ত হয়। দেশের ভেতরেও এদের সমর্থক ছিল। অনেকের ধারণা ছিল যে, রাজা ও রাণী তাদের কর্মকান্ডের সমর্থক ছিলেন। রাজা তাঁর পরামর্শদাতা মিরাবোর ইচ্ছার বিরুদ্ধে ১৭৯০ সালের জুন মাসে ছদ্মবেশে দেশত্যাগ করতে গিয়ে ধরা পড়েন। এরূপ চেষ্টার ফলে রাজতন্ত্রের প্রতি জনগণের যেটুকু আস্থা তখনও অবশিষ্ট ছিল তাও লোপ পেয়ে যায়। **তৃতীয়ত,** দেশের কোনো কোনো এলাকায় কৃষকদের মধ্যেও প্রতিক্রিয়াশীল তৎপরতা লক্ষ্য করা যায়। এরা কখনও কখনও বিদ্রোহ ঘোষণা করে। **চতুর্থত,** আইন সভার কোনো কোনো সদস্য প্রতিক্রিয়াশীলদের বক্তব্যকে সমর্থন দিয়েছিল।

জেকবিন ও জিরোন্দিন দল

সংবিধান সভার কার্যাবলির প্রতি অসন্তুষ্ট অন্য অংশটির মনোভাব ছিল সম্পূর্ণ বিপরীত। এদের দৃষ্টিতে সংবিধান সভার অর্জন ছিল অসম্পূর্ণ, যথেষ্ট বৈপ্লবিক নয়। এরা ছিল অতি বিপ্লবী এবং চরমপন্থী। মধ্যবিত্ত শ্রেণীভূক্ত এসব নেতা বিশ্বাস করতো যে, নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্রের পরিবর্তে প্রজাতন্ত্রই অধিকতর কাম্য। তাছাড়া এসব নেতা 'সক্রিয়' ও 'নিষ্ক্রিয়' নাগরিকদের মধ্যে পার্থক্য,

যাজক ও সামন্তপ্রভুদের যেসব সুযোগ-সুবিধা তখনও অবশিষ্ট ছিল সেগুলো বিপ্লবের পক্ষপাতী ছিল। এসব নেতাদের মধ্যে কেউ কেউ অভিযোগ করলো যে প্যারিসের ভাসমান জনতা বিপ্লব থেকে মোটেই লাভবান হয় নি। তাদের অর্থনৈতিক সমস্যার সমাধান হয় নি, এমনকি তাদেরকে ভোট দেয়ার অধিকার দেয়া হয় নি।

এসব চরমপন্থী নেতা একটি সংগঠন বা ক্লাবের সদস্য ছিল এবং শুরুতে এ সংগঠনের নাম ছিল "Society of the Friends of the Constitution Meeting at the Jocobins in Paris." পরবর্তীকালে এটি জেকবিন ক্লাব এবং তা থেকে জেকবিন দল নামে পরিচিত হয়। এ দলের নেতাদের মধ্যে সব চেয়ে উল্লেখযোগ্য ছিল মারাট, দাঁন্তন এবং রোবস্পিয়র। কিন্তু ভাসমান জনতার অধিকার আদায়ের প্রশ্নে কয়েকজন অতিবিপ্লবী নেতা ততো উৎসাহী ছিল না। এরা জিরোন্দিন নামে পরিচিত ছিল। কেননা এ দলভূক্ত আইনসভার অধিকাংশ সদস্য জিরোন্দিন নামক প্রদেশ থেকে নির্বাচিত হয়েছিল। এ দলের নেতৃত্বে ছিলেন ব্রিসো, ভার্গিনোড়, কনডোরসেট ও দ্যমুরিয়ে। প্রথমদিকে জেকবিন ও জিরোন্দিনদের মধ্যে মত পার্থক্যের প্রধান কারণ ছিল প্যারিসের ভাসমান জনতার অধিকার আদায়ের প্রশ্ন। পরবর্তীকালে এর সংগে অন্যান্য কারণ যুক্ত হয়েছিল।

ইউরোপীয় অন্যান্য দেশের শাসক গোষ্ঠীর প্রতিক্রিয়া

ইউরোপের অন্যান্য দেশেও ফ্রান্সের বিপ্লবী সরকারের শত্রু ছিল। এ প্রসংগে যে কথাটি সবচেয়ে বেশি স্মরণযোগ্য তা হলো এই যে, একমাত্র ইংল্যাণ্ড ব্যতীত ইউরোপের অন্যান্য দেশে তখনও স্বেচ্ছাচারী রাজতন্ত্র ও বৈষম্যমূলক সমাজ ব্যবস্থা বিদ্যমান ছিল। অতএব স্বাভাবিক কারণেই এ সব দেশের শাসকগোষ্ঠী সাম্য ও গণতন্ত্রের আদর্শে অনুপ্রাণিত ফরাসি বিপ্লবকে নিজেদের অবস্থানের প্রতি হুমকি হিসেবে বিবেচনা করেছিল। প্রথম দিকে ইংল্যাণ্ড বিপ্লবকে স্বাগত জানিয়েছিল, কিন্তু পরবর্তী পর্যায়ে এ দেশেও ফরাসি বিপ্লবের প্রতি বিরূপ প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। তাছাড়া কয়েকটি দেশের শাসক গোষ্ঠী বিশেষ কারণে বিপ্লবের প্রতি বিরূপ মনোভাবাপন্ন হয়েছিল। **প্রথমত,** ফ্রান্সের ন্যায় স্পেনেও বুরবোঁ রাজবংশ রাজত্ব করতো। **দ্বিতীয়ত,** ফ্রান্সের রাণী মারিয়া আতোয়া ছিলেন অস্ট্রিয়ার সম্রাট দ্বিতীয় লিওপোল্ডের বোন। আঁতোয়া তার ভাইর কাছে বার বার আবেদন করছিলো যাতে তিনি ফ্রান্সের রাজার ক্ষমতা পুনর্বহালের জন্যে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেন। তার আবেদনে লিওপোল্ড সাড়া দেন এবং ১৭৯১ সালের আগস্ট মাসে প্রুশিয়ার রাজা দ্বিতীয় উইলিয়ামের সংগে একটি যৌথ ঘোষণা দেন। এটি পিলনিৎসের ঘোষণা নামে পরিচিত। এতে বলা হয় যে, ফ্রান্সে শান্তি-শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনা এবং রাজার ক্ষমতা পিলনিৎসের ঘোষণা প্রকৃতপক্ষে যুদ্ধের ঘোষণা ছিল না, এটি ছিল যুদ্ধের হুমকি মাত্র। কিন্তু তা সত্ত্বেও এ ঘোষণা ফ্রান্সের সব দল ও মতের মানুষের মধ্যে যুদ্ধের নামে বিপুল সাড়া জাগায়। রাজা, রাণী, অভিজাতও যাজক সম্প্রদায় মনে করলো যুদ্ধে জয়ী হলেও তাদের লাভ, পরাজয় হলেও তাদের লাভ। যুদ্ধে জয়ী হলে অস্ট্রিয়া এবং প্রুশিয়ার বাহিনী তাদের ক্ষমতা এবং সুযোগ-সুবিধা পুনর্বহাল করবে, অর্থাৎ বিপ্লবের অবসান হবে। আর যুদ্ধে জয়ী হলে রাজার মর্যাদা বৃদ্ধি পাবে এবং ফলে নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্রের ভিত্তি শক্তিশালী হবে। লাফায়েতের নেতৃত্বে বুর্জোয়া শ্রেণীর যে অংশ (অর্থাৎ কনস্টিটিউশনালিষ্ট দল) নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্রের সমর্থক ছিল তারাও এ শেষোক্ত মতে বিশ্বাস করতো। অতি বিপ্লবীরাও যুদ্ধ চেয়েছিল, কেননা তাদের মনে হয়েছিল যে যুদ্ধের ফলে এমন পরিস্থিতির সৃষ্টি হবে যাতে ফ্রান্সকে একটি প্রজাতন্ত্রী রাষ্ট্র হিসেব ঘোষণা দেয়া সহজ হবে। এ ভাবে যুদ্ধের নামে ফ্রান্সে বিপুল উৎসাহ-উদ্দীপনা লক্ষ্য করা যায়। উল্লেখযোগ্য নেতাদের মধ্যে একমাত্র রোবস্পিয়র যুদ্ধের বিরোধিতা করেন।

কেননা তাঁর আশংকা হয় যে যুদ্ধে জয় লাভ করলে একজন বিজয়ী সমরনেতার আবির্ভাব ঘটবে যিনি তার জনপ্রিয়তার সুযোগ নিয়ে স্বেচ্ছাচারী শাসন প্রতিষ্ঠা করবে। অপরপক্ষে, পরাজিত হলে বিপ্লবের অবসান ঘটবে।

আইন সভায় বিভিন্ন দল

যুদ্ধ হবে কি হবে না সে বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেয়ার অধিকার ছিল আইন সভার। এ সভার সদস্যরা চারটি দলে বিভক্ত ছিল। ৭৪৫ জন সদস্যের মধ্যে ২৬৪ জন শাসনতান্ত্রিক দলভূক্ত ছিল, এরা ছিল নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্রকে টিকিয়ে রাখার পক্ষে। এরা ফিউল্যান্টস নামেও পরিচিত ছিল এবং সভাগৃহের ডানদিকে বসতো। ৩৫৫ জন সদ্য কোনো বিশেষ দলভূক্ত ছিল না। এরা সভাগৃহের মধ্যস্থলে বসতো এবং প্লেইন নামে পরিচিতি ছিল। সভাগৃহের বামদিকে বসতো জিরোন্দিন ও জেকবিন দলের সদস্যরা। এ ছাড়া কিছু সংখ্যক সদস্য ছিল মডারেট বা নরমপন্থী। শাসনতান্ত্রিক ও জিরোন্দিন দল ছিল যুদ্ধের নামে অতি উৎসাহী। তাদের সঙ্গে সুর মেলায় প্লেইন দলের সদস্যরা।

যুদ্ধ ঘোষণা

এরূপ উত্তপ্ত পরিস্থিতিতে জিরোন্দিন দল ফ্রান্সে ক্ষমতা দখল করে। সংগে সংগে এ দল অস্ট্রিয়া ও প্রুশিয়ার প্রতি আহ্বান জানায় ফ্রান্সের সীমান্ত এলাকা থেকে তাদের সৈন্য প্রত্যাহার এবং দেশত্যাগীদেরকে তাদের দেশ থেকে বহিস্কার করতে। এতে কোনো সাড়া পাওয়া গেল না এবং জিরোন্দিন সরকার ১৭৯২ সালের এপ্রিল মাসে যুদ্ধ ঘোষণা করে। এভাবে যে যুদ্ধের সূচনা হয় তা ২৩ বছর ধরে অব্যাহত ছিল। ফরাসি বাহিনীর উৎসাহ যতটা ছিল দক্ষতা ততটা ছিল না। ফলে পর পর কয়েকটি যুদ্ধে তারা পরাজিত হলো এবং অস্ট্রিয়া ও প্রুশিয়ার যৌথ বাহিনীর সেনাপতি প্যারিসের দিকে এগিয়ে আসতে থাকেন। ১৭৯২ সালের ২৫ জুলাই তারিখে প্রুশিয়ার সেনাপতি ডিউক অব ব্রান্সউইক (Duke of Brunswick) এক ঘোষণায় বলেন যে তার বাহিনীর লক্ষ্য হলো ফ্রান্সে স্বেচ্ছাচারী রাজতন্ত্র পুনর্বহাল করা। তিনি আরও বলেন, রাজা বা রাণীর উপর কোনোরূপ আক্রমণ করা হলে প্যারিসবাসীদেরকে এমন শিক্ষা দেয়া হবে যা তারা জীবনে কখনও না ভুলে।

ভাসমান জনতার বিদ্রোহ ও রাজতন্ত্র স্থগিত

এ ঘোষণায় রাজার ভাগ্য নির্ধারিত হয়ে যায়। কেননা রাজা ও বিদেশী বাহিনীর মধ্যে যে একটি যোগসূত্র আছে সে সম্পর্কে বিপ্লবীদের আর কোনো সন্দেহ থাকলো না। ৯ আগষ্ট প্যারিসের ভাসমান জনতা বিদ্রোহ ঘোষণা করে। তারা ইতোপূর্বে গঠিত "প্যারিস কমিউন" ভেংগে দিয়ে বিপ্লবী কমিউন গঠন করে। এর নেতৃত্বে ছিল দাঁন্তন। পরের দিন জনতা রাজপ্রাসাদ আক্রমণ করে। ভয়ে রাজা ও রাণী আইন সভায় আশ্রয় নেন। জনতা আইন সভা আক্রমণ করে এবং এর সদ্যদেরকে রাজতন্ত্র স্থগিত ঘোষণা করতে বাধ্য করে। সংগে সংগে আরও সিদ্ধান্ত হয় যে, একটি নতুন সংবিধান রচনার জন্য সর্বজনীন ভোটাধিকারের ভিত্তিতে জাতীয় কনভেনশন নামে সংবিধান সভার নির্বাচন হবে। ১০ আগষ্টের প্যারিসের জনতার বিদ্রোহকে ঐতিহাসিক লেফেভর 'দ্বিতীয় বিপ্লব' বলে অভিহিত করেছেন।

ফ্রান্সকে প্রজাতন্ত্র ঘোষণা

রাজতন্ত্র স্থগিত ঘোষণার পর পরবর্তী প্রায় দেড়মাস ধরে ফ্রান্সে কোনো সরকার ছিল না। প্যারিসের বিপ্লবী কমিউনের প্রধান হিসেবে এ সময়ে দাঁন্তন দেশের প্রকৃত শাসক হিসেবে দায়িত্ব পালন করে। এদিকে বিদেশী সেনাবাহিনী একের পর এক কয়েকটি ফরাসি শহর দখল করে। বিপ্লবী কমিউন সন্দেহবশত কয়েক হাজার যাজককে বন্দি করে। জনতা জেলখানায় বলপূর্বক প্রবেশ করে তাদেরকে হত্যা করে। এ ঘটনা 'সেপ্টেম্বর হত্যাকাণ্ড' নামে পরিচিত। ইতোমধ্যে সেনাপতি লাফায়েত পদত্যাগ করলে তাঁর পরিবর্তে দ্যমুরিয়াকে সেনাপতি হিসেবে নিয়োগ দেয়া হয় এবং জরুরি ভিত্তিতে ন্যাশনাল কনভেনশনের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। নতুন সেনাপতি বিদেশী বাহিনীর অগ্রযাত্রা রোধ করতে সমর্থ হয় এবং ২২ সেপ্টেম্বর তারিখে প্যারিসে খবর আসে যে, বিদেশী বাহিনী পশ্চাদপসরণ করতে বাধ্য হয়েছে। সেদিনই জাতীয় কনভেনশন ফ্রান্সকে একটি প্রজাতন্ত্র ঘোষণা করে। এভাবে মাত্র এক বছরের মধ্যে ফ্রান্সে নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্রের পরিবর্তে প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়।

নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্রের পতনের কারণ

ঐতিহাসিক ডেভিড টমসন যথার্থই বলেছেন যে, সামন্তবাদ এবং স্বৈরাচারী বুরবোঁ রাজতন্ত্র ছিল পরস্পরের পরিপূরক, সামন্তবাদের পতনের পর রাজতন্ত্র টিকে থাকার সম্ভাবনা খুবই কম ছিল। জিরোন্দিনও জেকোবিন দল প্রগতির পথে রাজতন্ত্রকে বাধা মনে করতো। তাদের ধারণা ছিল যে, প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত না হলে ফ্রান্সে প্রকৃত গণতন্ত্র আসবে না। এ প্রসঙ্গে জেকোবিন দল এবং এর নেতা দান্তনের ভূমিকা বিশেষভাবে উল্লেখ্য। এ দলের সদস্য হওয়ার জন্য চাঁদার পরিমাণ খুবই কম ছিল। ফলে একেবারে সাধারণ মানুষ এদলের সদস্য হতো। আগেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, **১৭৯১** সালের শাসনতন্ত্রে এদেরকে ভোটাধিকার দেওয়া হয় নি। এছাড়া তাদের কর্মসংস্থান বা নিম্তম মজুরী বা নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের সর্বোচ্চ মূল্য নির্ধারণের কোনো ব্যবস্থা হয় নি। অতএব, বঞ্চিত জনগোষ্ঠী দান্তনের নেতৃত্বে সংগঠিত হয়ে নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্র এবং এর ভিত্তিতে **১৭৯১** সালের শাসনতন্ত্র বাতিলের জন্যে সংকল্পবদ্ধ হয়। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ্য যে, তিনিই এই আগস্ট রাজার ওপর আক্রমণের নায়ক ছিলেন। **দ্বিতীয়ত,** রাজা ষোড়শ লুই প্রত্যক্ষভাবে বিপ্লববিরোধী তৎপরতায় জড়িত হন। সিভিল কনস্টিটিউশন অব ক্লাজি ও দেশত্যাগীদের সম্পর্কে আইনসভার সিদ্ধান্তকে নাকচ করে দেয়ার চেষ্টার প্রমাণ দেয়। **তৃতীয়ত,** দেশত্যাগীদের এবং ইউরোপীয় অন্যান্য দেশের রাজাদের বিপ্লববিরোধী কর্মকাণ্ডও ফ্রান্সে নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্রের পতনকে ত্বরান্বিত করে।

সারসংক্ষেপ

১৭৯১ সালে গৃহীত শাসনতন্ত্র মোতাবেক ফ্রান্সে নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়। এ ব্যবস্থা টিকে থাকে মাত্র এক বছর। এ সময়ে ফ্রান্সের জনগোষ্ঠি প্রধান তিনটি দলে বিভক্ত ছিল রক্ষণশীল প্রতিক্রিয়াশীল ও অতি বিপ্লবী। প্রথম দলটি বিপ্লবের পক্ষ শক্তি ছিল, কিন্তু বিপ্লবকে আর অধিকদূর এগিয়ে নিতে চায় নি। দ্বিতীয় দলটি ছিল বিপ্লবের শত্রু, পুরাতন ব্যবস্থা পুণর্বহালের পক্ষপাতী। তৃতীয় দলটি চেয়েছিল বিপ্লবকে আরও এগিয়ে নিতে, দেশকে প্রজাতন্ত্র হিসেবে ঘোষণা দিতে। অর্থাৎ আভ্যন্তরীণক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত সরকারের শত্রু ছিল দুটো-একটি ডানপন্থী, অপরটি বামপন্থী। দেশের বাইরেও তাদের শত্রু ছিল, কেননা ইউরোপের কয়েকটি দেশ বিপ্লববিরোধী ছিল। এসব দেশ যৌথভাবে ফ্রান্স আক্রমণ করে এবং ফরাসি বাহিনী পরাজিত হতে থাকে। এ অবস্থায় নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্রের পতন ঘটে এবং ফ্রান্স একটি প্রজাতন্ত্রী রাষ্ট্রে পরিণত হয়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

ক. নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশ্বে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১। ১৭৯০ সালের কোন মাসে ষোড়শ লুই দেশ ত্যাগ করার চেষ্ঠা করেন?

(ক) মার্চ (খ) এপ্রিল

(গ) জুন (ঘ) অক্টোবর

২। রোবসপিয়ের কোন দলের নেতা ছিলেন?

(ক) জিরন্দিন (খ) প্রতিক্রিয়াশীল

(গ) রক্ষণশীল (ঘ) জেকোবিন

৩। ১৭৯১ সালের কোন মাসে পিলনিৎসের ঘোষণা জারি করা হয়?

(ক) আগস্ট (খ) সেপ্টেম্বর

(গ) অক্টোবর (ঘ) নভেম্বর

৪। প্রথম দিকে জেকবিন ও জিরন্দিন দলের মধ্যে মত-পার্থক্যের প্রধান কারণ ছিল?

(ক) প্যারিসের ভাসমান জনতার অধিকার আদায়

(খ) নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্র

(গ) বিদেশী আক্রমণের মোকাবেলা

(ঘ) এগুলোর কোনটিই নয়।

খ. রচনামূলক প্রশ্ন

১। কি কি প্রশ্নে জেকবিন ও জিরন্দিন দলের মধ্যে মত-পার্থক্য দেখা দেয়?

২। ইউরোপের বিভিন্ন দেশে বিপ্লববিরোধী মনোভাবের কারণ আলোচনা করুন।

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্নের উত্তর

১। , ২। খ, ৩। ক, ৪। ক

সহায়ক গ্রন্থাবলী

1. Robert Ergang, Europe From Renasamce to Waterloo
2. G. felevre, The French Revolution vot1 and vol2
3. Norman Hampron. A Social History of the French Revolution
4. Crane Brinton, A Decade of French Revolution 1789-1799

পাঠ - ২

সন্ত্রাসের শাসন

এই পাঠ শেষে আপনি–

- 'সন্ত্রাসের শাসনের' পটভূমি আলোচনা করতে পারবেন
- 'সন্ত্রাসের শাসনের' সংগঠন সম্পর্কে ধারণা করতে পারবেন
- 'সন্ত্রাসের শাসনের' অবসান সম্পর্কে জানতে পারবেন

ফ্রান্সকে একটি প্রজাতন্ত্রী রাষ্ট্র হিসাবে ঘোষণা দেওয়ার পর জেকোবিন ও জিরোন্দিন দলের মধ্যে বিভিন্ন প্রশ্নে মত পার্থক্য বেড়ে যায়। সংগে সংগে বিপ্লবী সরকারের বিরুদ্ধে ইউরোপের অন্যান্য দেশ আরও বেশি শত্রুভাবাপন্ন হয়ে ওঠে। এর ফলে ফ্রান্সে শুরু হয় বিপ্লবকালের সবচেয়ে চাঞ্চল্যকর অধ্যায়-'সন্ত্রাসের শাসন'।

ন্যাশনাল কনভেনশন

ন্যাশনাল কনভেনশনের (১৭৯২-'৯৫) সদস্যরা তিনটি দলে বিভক্ত ছিল- জিরোন্দিন, জেকোবিন এবং Plain নামে পরিচিত নিরপেক্ষ গোষ্ঠী। জেকোবিন দল এ সময় থেকে মঁতাঞিয়া (Mountainists) নামে পরিচিত হয়। কারণ এরা সভাগৃহে গ্যালারির একটি উঁচু আসনে বসত। রাজার বিচারের প্রশ্নে প্রথমেই জেকোবিন ও জিরোন্দিন দলের মধ্যে মতপার্থক্য দেখা যায়। জিরোন্দিন দল রাজার প্রাণদন্ডের পক্ষপাতী ছিল না, কিন্তু একথা তারা স্পষ্টভাবে বলে নি, কেননা এতে তাদের রাজতন্ত্রের সমর্থক হিসেবে চিহ্নিত করা হতো। অতএব, তারা প্রস্তাব করে যে, রাজার বিচার হবে কিনা সে প্রশ্নে গণভোট গ্রহণ করা উচিত। অন্য দিকে রোবস্পিয়ার, সে-জুসত প্রমুখ জেকোবিন নেতার মতে রাজা ছিল দেশদ্রোহী এবং সেজন্য তার মৃত্যুদন্ড হওয়া উচিত। তারা গণভোটের বিরোধিতা করে, কেননা তাদের আশংকা ছিল যে জনসাধারণ তাদের মত সমর্থন করবে না। শেষ পর্যন্ত সিদ্ধান্ত হয় যে, ন্যাশনাল বা জাতীয় কনভেনশনে ষোড়শ লুইর বিচার হবে। বিচারে রাজাকে ৫৩ ভোটের ব্যবধানে প্রাণদন্ড দেওয়ার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। ১৭৯৩ সালের ২১ জানুয়ারি এ সিদ্ধান্ত কার্যকর হয়।

প্রথম শক্তিসংঘ গঠন

এদিকে ফরাসি বাহিনীর নবনিযুক্ত প্রধান দ্যমুরিয়ে পশ্চাদমুখী বিদেশী বাহিনী অনুসরণ করে বেলজিয়ামে প্রবেশ করেন। দেশটি তার দখলে আসে । সংগে সংগে ফরাসি বাহিনী রাইন নদীর তীরবর্তী অন্যান্য কয়েকটি অঞ্চলও দখল করে। এসব বিজয়ে উৎসাহিত হয়ে ন্যাশনাল কনভেনশন ঘোষণা করে যে, বিপ্লবী সরকার সীমান্তবর্তী অন্যান্য দেশের জনগণকে তাদের গণতান্ত্রিক অধিকার আদায়ের সংগ্রামে সাহায্য দেবে, অর্থাৎ ফরাসি বিপ্লবের আদর্শগুলো অন্যান্য দেশেও যাতে বাস্তবায়িত হয় তার জন্যে সাহায্য দেবে। রাজা ষোড়শ লুইকে প্রাণদন্ড দেওয়ায় ইউরোপের

অন্যান্য দেশে বিরূপ প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছিল। এবার এরূপ ঘোষণার জন্যে বিপ্লবী সরকারের প্রতি অন্যান্য দেশের শত্রুতা আরও বেড়ে যায়। ফলে যুদ্ধরত অষ্ট্রিয়া ও প্রুশিয়ার সংগে যোগ দেয় ইংল্যান্ড, স্পেন, হল্যান্ড ও সার্দিনিয়া। এভাবে ফ্রান্সের বিরূদ্ধে প্রথম শক্তিসংঘ (First Coalition) গঠিত হয় । ফরাসি বাহিনী বিভিন্ন দেশের যৌথ বাহিনীর কাছে পরাজিত হতে থাকে এবং এ বাহিনী বেলজিয়াম ও রাইন নদীর তীরবর্তী অঞ্চল পুনর্দখল করে আবার প্যারিসের দিকে ধাবিত হয়।

জেকোবিন দলের ক্ষমতা লাভ

বহি:শত্রুর আক্রমণে ফ্রান্স যখন বিব্রত তখন দেশের ভেতরে প্রতিবিপ্লবী তৎপরতা শুরু হয়। দেশের বিভিন্ন এলাকায় কৃষক বিদ্রোহ দেখা যায় এবং এর নেতৃত্ব দেয় গোড়া যাজক সম্প্রদায় ও অভিজত সম্প্রদায়ের সদস্যরা। বলার অপেক্ষা রাখে না যে, অভ্যন্তরীণ ও বহি:শত্রুর লক্ষ্য ছিল অভিন্ন, বিপ্লবী সরকারের পতন ঘটিয়ে বিপ্লব -পূর্ববর্তী অবস্থা পুনর্বহাল করা। এ সময়ে জিরোন্দিন ও জেকোবিন দলের মধ্যে মতৈক্যের প্রয়োজন ছিল খুবই বেশি, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাদের মধ্যে মত পার্থক্য আগের তুলনায় আরও বেড়ে যায়। আগেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, জেকোবিন নেতারা ছিল প্যারিসের ভাসমান জনতার প্রতিনিধি। অতএব এখন তারা খাদ্যদ্রব্য ও নিত্য প্রয়োজনীয় অন্যান্য পণ্যের দাম বেঁধে দেয়া, মজুরির নিম্নতম হার স্থির করাসহ এক ধরনের সমাজতান্ত্রিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা প্রবর্তনের দাবি জানায় । অপরপক্ষে জিরোন্দিন দল ছিল উচ্চমধ্যবিত্ত শ্রেণীর প্রতিনিধি। তারা সম্পত্তির ব্যক্তিগত মালিকানা অক্ষুন্ন রাখার এবং শিল্প ও বাণিজ্য ক্ষেত্রে অবাধ নীতি অনুসরণের পক্ষে ছিল। এরূপ ধারণার বশবর্তী হয়ে জিরোন্দিন দল বিপ্লবকে আর অধিক দূর এগিয়ে নেয়ার পক্ষে ছিল না । উভয় দলের নেতারা মধ্যবিত্ত শ্রেণীজাত ছিল, কিন্তু আদর্শগত ও ব্যক্তিগত কারণে তারা পরস্পরের মধ্যে তীব্র বিরোধে লিপ্ত হয়। এক পর্যায়ে বিরোধ এতো তিক্ত রূপ ধারণ করে যে, একদল অপর দলের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রদ্রোহিতার অভিযোগ আনে। এমতাবস্থায় ১৭৯২ সালের জুন মাসে জেকোবিন নেতারা ভাসমান জনতার সাহায্যে জাতীয় কনভেনশন অবরোধ করে এবং জিরোন্দিন দলের ২২জন নেতাকে বহিস্কার করে। এভাবে জেকোবিন দল ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়।

সন্ত্রাসের রাজত্বের সূত্রপাত

বহিস্কৃত সদস্যদের অনেকেই প্যারিস থেকে পালিয়ে দেশের অন্যান্য এলাকায় ছড়িয়ে পড়ে এবং তারাও বিদ্রোহী তৎপরতায় লিপ্ত হয়। তাদের লক্ষ্য ছিল ভাসমান জনতার সমর্থনপুষ্ট প্যারিসের সরকারের বা তাদের ভাষায় "প্যারিসের স্বেচ্ছাচারিতার" পতন ঘটানো। এখানে স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে, প্রতি বিপ্লবীদের নেতৃত্বে তখন দেশের বিভিন্ন এলাকায় কৃষক বিদ্রোহ চলছিল এবং বিদেশী সেনাবাহিনী প্যারিসের দিকে এগিয়ে আসছিল। অর্থাৎ পুরাতন শত্রুর পাশাপাশি এবার এসে দাঁড়ায় নতুন শত্রু (অর্থাৎ জিরোন্দিন দল কর্তৃক সংগঠিত বিদ্রোহ)। এভাবে ফরাসি প্রজাতন্ত্র এবং বিপ্লবী সরকারের অস্তিত্ব বিপন্ন হয়। কিন্তু জেকোবিন দল যেকোন মূল্যে বিপ্লবকে রক্ষা করতে বদ্ধপরিকর ছিল। তাই তারা বিদেশী ও অভ্যন্তরীণ শত্রুদের মোকাবিলার জন্যে এক অস্বাভাবিক ধরনের শাসন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত করে। এর মূল লক্ষ্য ছিল সন্ত্রাস সৃষ্টির মাধ্যমে অভ্যন্তরীণ বিদ্রোহীদেরকে তাদের বিদ্রোহী তৎপরতা বন্ধ করতে বাধ্য করা এবং যুদ্ধের জন্য প্রয়োজনীয়

ব্যবস্থা গ্রহণ। ১৭৯৩ সালের মাঝামাঝি সময়ে এ নীতি গৃহীত হয় এবং প্রায় এক বছর কাল তা অব্যাহত থাকে। এ জন্যে এ সময়কে সন্ত্রাসের রাজত্ব বা শাসন নামে অভিহিত করা হয়েছে।

সন্ত্রাসের সংগঠন

'সন্ত্রাসের রাজত্ব' কালে দেশের প্রশাসন কতগুলি কমিটি ও বিশেষ আদালতের মাধ্যমে পরিচালিত হয়। এগুলো ছিল (ক) জননিরাপত্তা কমিটি, (খ) সাধারণ নিরাপত্তা কমিটি, (গ) সন্দেহের আইন ও (ঘ) বিপ্লবী আদালত। প্রথমে জননিরাপত্তা কমিটির (Committee of Public Safety) সদস্য সংখ্যা ছিল ৯(নয়) জন পরে সদস্য সংখ্যা বারো জন করা হয়। সদস্যরা প্রতি মাসে জাতীয় কনভেনশন কর্তৃক নির্বাচিত হবে বলে নিয়ম করা হয়, কিন্তু তারা পুন:নির্বাচনের মাধ্যমে প্রায় সম্পূর্ণ স্থায়ী হয়েছিল। মন্ত্রীরা দৈনন্দিন শাসনকার্য পরিচালনা করতো, কিন্তু জননিরাপত্তা কমিটি মন্ত্রী বা জাতীয় কনভেনশন অপেক্ষা অধিকতর ক্ষমতার অধিকারী হয়। প্রকৃতপক্ষে জাতীয় নিরাপত্তার জন্যে যে কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা এ কমিটি লাভ করে। এ কমিটির অধীনে দেশের সর্বত্র বিপ্লবী কমিটি (Revolutionary Committee) গঠন করা হয়। সাধারণ নিরাপত্তা কমিটিকে (Committee of General Safety) পুলিশ বিভাগের দায়িত্ব দেয়া হয়। সন্দেহের আইন (Law of Suspects) ছিল খুবই ভয়াবহ। এই আইনের বলে বিপ্লবের শত্রু হিসেবে সন্দেহভাজন যে কোনো ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করে বিপ্লবী আদালতে (Revolutionary Tribunal) বিচারের ব্যবস্থা করা হয়। বিচারের কাজ যাতে দ্রুত সম্পন্ন করা যায় তার জন্যে বিচার পদ্ধতি ছিল খুব সহজ। এ ধরনের আদালত প্যারিস শহরে ও দেশের অন্যত্র গঠিত হয়। এভাবে আত্মরক্ষার লক্ষ্যে জেকোবিন দল দেশে "দলীয় স্বৈরতন্ত্র" বা Party Dictatorship কায়েম করে।

সন্ত্রাসের ভয়াবহতা

১৭৯৩ সালের সেপ্টেম্বর মাস থেকে সন্ত্রাসের ভয়াবহতা বাড়তে থাকে। এক বছরের মধ্যে পাঁচ লক্ষাধিক সন্দেহভাজন ব্যক্তিকে বন্দি করা হয়। জেলখানায় এতো বন্দির স্থান না হওয়ায় অনেককে গির্জায়, স্কুলে এবং গুদাম ঘরে রাখা হয়। বিপ্লবী আদালতে বন্দিদের বিচার করা হয়, অনেক ক্ষেত্রে বিচারের নামে প্রহসন করা হয়। হাজার হাজার বন্দিকে প্রাণদন্ড দেয়া হয়। একমাত্র প্যারিস শহরেই ২৬০৯ জনকে মৃত্যুদন্ড দেওয়া হয়েছিল। সারা দেশে কত বন্দিকে মৃত্যুদন্ড দেয়া হয়েছিল সে প্রশ্নে ঐতিহাসিকদের মধ্যে মতভেদ আছে। কোনো কোনো ঐতিহাসিকের মতে প্রায় ৪০ হাজার, আবার কোনো কোনো ঐতিহাসিকের মতে ১৭ হাজার বন্দি প্রাণ হারায়। এদের অনেককেই গিলোটিন নামক যন্ত্রে মৃত্যুদন্ড দেওয়া হয়েছিল। এদের মধ্যে সবচেয়ে বিখ্যাত হলেন রানী মারিয়া আঁতোয়া, ডিউক অব অরলিয়ন্স এবং মাদাম রোলা। অন্য উপায়েও অনেকের মৃত্যুদন্ড কার্যকর করা হয়। যেমন জনৈক জেকোবিন নেতার নির্দেশে লিও শহরের বিদ্রোহীদের লয়ার নদীর পানিতে ডুবিয়ে পাইকারীভাবে হত্যা করা হয়। ঐতিহাসিক ডেভিড টমসনের মতে, মৃত্যুদন্ডে দন্ডিত ব্যক্তিদের মধ্যে শতকরা ৭০ ভাগ ছিল কৃষক ও শ্রমিক।

বৈপ্লবিক পদক্ষেপ

অভ্যন্তরীণ শত্রুদের মোকাবেলার পাশাপাশি জেকোবিন দল কতগুলো সমাজতান্ত্রিক সংস্কার প্রবর্তন করে। এসব সংস্কারের ফলে দেশত্যাগী অভিজাতদের ভূসম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করে তা দরিদ্র কৃষকদের নিকট বিক্রি করা হয়। অভিজাতদের ক্ষতিপূরণ দেয়ার যে সিদ্ধান্ত ইতিপূর্বে নেয়া হয়েছিল তা

বাতিল করা হয়, নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্যের সর্বোচ্চ মূল্য বেঁধে দেয়া হয়, ধনী ব্যক্তিদের উপর করভার বৃদ্ধি করে দরিদ্র ব্যক্তিদের করভার কমানো হয়; শিশু, বৃদ্ধ ও অসহায় বিধবাদেরকে সরকারি সাহায্য দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয় এবং জনশিক্ষার জন্য অবৈতনিক প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন করা হয়। এছাড়া ১৭৯৩ সালের নভেম্বর মাসে একটি বৈপ্লবিক পঞ্জিকার প্রবর্তন করা হয়। 'ত্রাসের রাজত্ব' কালে ধর্মীয় ক্ষেত্রেও কতগুলি বৈপ্লবিক ব্যবস্থা গৃহীত হয়েছিল। ১৭৯৩ সালের একই মাসে জাতীয় কনভেনশনের কয়েকজন সদস্য প্যারিসের নটরড্যাম গির্জাকে মুক্তি পুজার উপাসনাগার বলে ঘোষণা দেয়। এর কিছুদিন পর দেশের দুই হাজারেরও বেশি গির্জা বন্ধ করে দেওয়া হয় বা মুক্তি পূজার মন্দিরে পরিণত করা হয়। রুশোর ভক্ত রোবস্পিয়ারের কাছে যুক্তি পূজা গ্রহণযোগ্য ছিল না, তাই তিনি সন্ত্রাসের শাসনের শেষ পর্যায়ে এর পরিবর্তে পরমসত্তার উপাসনার নীতি প্রবর্তন করেন। এ ভাবে সন্ত্রাসের শাসন কালে ফ্রান্স থেকে খ্রিষ্ট ধর্মকে নির্মূলের চেষ্টা করা হয়।

ফরাসি বাহিনীর বিজয়

অপরদিকে বিদেশী সৈন্য বাহিনীকেও স্বার্থকভাবে মোকাবেলা করা হচ্ছিল। সেনাপতি লাজার কারনোর (Lazare Carnot) নেতৃত্বে সাড়ে সাত লক্ষ সৈন্যের এক বিরাট বাহিনী গড়ে তোলা হয়। এটি সম্ভব হয়েছিল ন্যাশনাল কনভেনশন কর্তৃক প্রবর্তিত একটি আইনের ফলে। কেননা, এতে বলা হয় যে ১৮ থেকে ২৫ বছর বয়স্ক সকল অবিবাহিত পুরুষ মানুষ সেনাবাহিনীতে যোগদান করতে বাধ্য থাকবে। সৈন্যবাহিনীতে শুধু লোকবল বৃদ্ধি করা হয় নি, এদের প্রশিক্ষণ ও ব্যবহৃত অস্ত্রশস্ত্র ছিল উন্নততর। সেনাবাহিনীর সদস্যদের জন্য খাদ্য, পোশাক ও জুতা সংগ্রহের ক্ষেত্রেও জরুরি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। এ বাহিনীর সাহায্যে বিদেশী সৈন্যকে পশ্চাদগামী হতে বাধ্য করা হয় এবং আবার পাশ্ববর্তী দেশগুলোতে ফরাসি বাহিনী ঢুকে পড়ে।

বিপ্লবীদের পরাজয়

ইতোমধ্যে অভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে বিদ্রোহীরাও পরাজিত হয় এবং ১৭৯৩ সালের ডিসেম্বর মাসের মধ্যে অনেকগুলো প্রদেশে কেন্দ্রীয় সরকারের নিয়ন্ত্রণ পুন:প্রতিষ্ঠিত হয়। এভাবে বিদ্রোহীদের দমন ও বিদেশী বাহিনীর বিরুদ্ধে ফরাসি বাহিনীর বিজয়ের ফলে জেকোবিন দলের অনেকের দৃষ্টিতে সন্ত্রাসের প্রয়োজন শেষ হয়ে যায়। এদের মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ছিলেন দাঁন্তন ও ডেসমোলিন। কিন্তু অন্যপক্ষ এ মত সমর্থন করলো না। এদের নেতা ছিলেন রোবস্পিয়ার। এরূপ অন্তর্বিরোধের ফলে দাঁন্তন ও অন্যান্য ১৫ জন নেতার বিচার হয় এবং তাদেরকে গিলোটিনে প্রাণদন্ড দেওয়া হয়। এরপর রোবস্পিয়ার নিরঙ্কুশ ক্ষমতার অধিকারী হন। কিন্তু সন্ত্রাসের শাসনকে নমনীয় করার পক্ষপাতী দল ক্রমেই শক্তিশালী হয়ে ওঠে এবং তাদের চেষ্টায় ১৭৯৪ সালের ২৭শে জুলাই ন্যাশনাল কনভেনশন রোবস্পিয়ারকে গিলোটিনে পাঠানোর আদেশ দেয়। পরের দিন ২৮শে জুলাই (৯, থারমিডর) এ সিদ্ধান্ত কার্যকর করা হয় । এর সংগে 'সন্ত্রাসের শাসনের' অবসান হয়। এ ঘটনা থার্মিডরির প্রতিক্রিয়া (Thermidorian Reaction) নামে পরিচিত।

প্রতিবিপ্লবীদের কক্ষমতারোহন

এভাবে অত:পর ন্যাশনাল কনভেনশন তার ক্ষমতা ফিরে পায় এবং এতে জিরোদিন দল আবার প্রাধান্য স্থাপন করে। দেশের শাসনভার বুর্জোয়া শ্রেণীর হাতে চলে যায়। সন্ত্রাসের আমলের অনেক জনহিতকর এবং অতিবিপ্লবী আইন রদ করা হয়। সন্দেহ ভাজন ব্যক্তিদের মধ্যে যারা কারারুদ্ধ ছিলেন তাদের মুক্তি দেয়া হয়। অর্থনৈতিক সংস্কারগুলো লোপ করা হয়, অবাধ বাণিজ্য নীতি চালু করা হয়, ক্যাথলিক ধর্মের বিরূদ্ধে গৃহীত ব্যবস্থা বাতিল করা হয় । এবং জেকোবিনদের দমন করার জন্যে পাল্টা সন্ত্রাস শুরু করা হয়। এর পর ন্যাশনাল কনভেনশন নতুন শাসনতন্ত্র রচনা করে। পাঁচ জন ডাইরেক্টরের ওপর দেশের শাসন ভার ন্যস্ত করে। এছাড়া এমন ব্যবস্থা করা হয় যাতে বুর্জোয়া শ্রেণীর প্রাধান্য অক্ষুন্ন থাকে।

সন্ত্রাসের শাসনকাল বিপ্লবী যুগের শুধু সবচেয়ে চাঞ্চল্যকর ঘটনা নয়, এটি সবচেয়ে বিতর্কিত ঘটনাও বটে। এক শ্রেণীর ঐতিহাসিক সন্ত্রাসের বিরূপ সমালোচনা করেছেন। তাঁদের মতে এসময়ে অনেক বাড়াবাড়ি করা হয়েছিল এবং বিপ্লবের অনেক সন্তানকে প্রাণ দিতে হয়েছিল। কিন্তু অনেক ঐতিহাসিক সন্ত্রাসের সমর্থন করেছেন। এদের মতে বিভিন্ন কারণে এ ধরনের শাসন ব্যবস্থার প্রয়োজন ছিল। এসব কারণের মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ছিল অভ্যন্তরীণ বিদেশী শত্রুদের আক্রমণ প্রতিরোধ করে বিপ্লবকে রক্ষা করা। প্রকৃতপক্ষে, সন্ত্রাসের শাসনের ফলেই বিপ্লব রক্ষা পেয়েছিল, অন্য কোনো উপায়ে সম্ভবত এ কাজ সম্ভব হতো না।

সারসংক্ষেপ

সন্ত্রাসের শাসন বিপ্লবকালের সবচেয়ে বিতর্কিত অধ্যায়। ফ্রান্সকে একটি প্রজাতন্ত্রী রাষ্ট্র হিসেবে ঘোষণা দেয়ার পর দেশের বড় দুটো রাজনৈতিক দলের মধ্যে বিভিন্ন প্রশ্নে দারুণ মত পার্থক্য দেখা দেয়। একই সংগে বিপ্লবী সরকারের বিরুদ্ধে বিদেশী রাষ্ট্রগুলো অধিকতর তৎপর হয়ে উঠে। ১৭৯৩ সালে ইউরোপের কয়েকটি দেশ যৌথভাবে ফ্রান্স আক্রমণ করে। একই সংগে আভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে প্রতিক্রিয়াশীল চক্র বিপ্লববিরোধী তৎপরতা শুরু করে। জেকবিন দল তখন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত ছিল। দেশের জরুরি অবস্থা মোকাবেলার জন্যে সন্ত্রাসের শাসন শুরু করে, অর্থাৎ সন্ত্রাস সৃষ্টির মাধ্যমে তারা অভ্যন্তরীণ শত্রুদেরকে দমন করার সিদ্ধান্ত নেয়। সন্ত্রাসের শাসন আমলে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা ন্যস্ত করা হয় দুটো কমিটির হাতে। এ দুটো কমিটির নাম ছিল গণনিরাপত্তা কমিটি ও সাধারণ নিরাপত্তা কমিটি। সন্ত্রাসের রাজত্বকালে পাঁচ লক্ষাধিক ব্যক্তিকে বন্দী করা হয় এবং হাজার হাজার ব্যক্তিকে প্রাণদণ্ড দেয়া হয়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

ক. নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশ্বে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১। জিরোন্দিন দলের কতজন সদস্যকে জাতীয় কনভেনশন থেকে বহিস্কার করা হয়েছিল?

(ক) ২৬ জন (খ) ২৪ জন

(গ) ২২ জন (ঘ)২০ জন

২। প্রথম দিকে জন নিরাপত্তা কমিটির সদস্য সংখ্যা কত ছিল?

(ক) ৯ জন (খ) ১০ জন

(গ) ১৪ জন (ঘ) ১২ জন

৩। প্যারিসে কত জনকে মৃত্যুদণ্ড দেয়া হয়েছিল?

(ক) ২৫০০ জন (খ) ১৬০৯

(গ) ২৭০৮ জন (ঘ) ১৮১০ জন

৪। মৃত্যুদণ্ডে দন্ডিত ব্যক্তিদের মধ্যে শতকরা কত ভাগ কৃষক ছিল?

(ক) ৫০ জন (খ) ৬০ জন

(গ) ৬৫ জন (ঘ) ৭০ জন

খ. সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১. প্রথম শক্তি সংঘ কেন গঠিত হয়েছিল?

২. সন্ত্রাসের ভয়াবহতার একটি বিবরণ দিন।

গ. রচনামূলক প্রশ্ন

১। সন্ত্রাসের শাসনের পটভূমি আলোচনা করুন।

২। কি কি সংগঠনের মাধ্যমে সন্ত্রাসের শাসন পরিচালিত হয়েছিল?

সহায়ক গ্রন্থাবলী

1. Robert Ergang, Europe From Renaissance to Waterloo.
2. Crane Brinton, A Decade of French Revolution 1789-1799
3. G. Lefebvre, The French Revolution, Vol-2.
4. Norman Hampson, A soial History of the French Revolution.

০ ২০০ মাইল

মানচিত্র

১৭৮৯ সালে ফ্রান্স